3/39

জনতা বস্ত্রহীন অথচ দাম বাড়াবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের কল বন্ধ

★ গরীব ভারতবাসীর আয় কমছে অথচ কাপড়ের দাম বাড়ছে ★

● ● চাহিদার তুলনায় কাপড় কম অথচ রপ্তানী বাড়াতে হবে ● ●

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক— সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা | শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১, ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

জনতার নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষ নিয়ে পুরাদমে জুয়া খেলা চলেছে। খাদ্য ব্যাপারে ধনিকশ্রেণী আর চোরা-কারবারীর দল কংগ্রেসী সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনে কোটী কোটী টাকা মুনাফা লুটে চলেছে দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়ে কাপড়ের ব্যাপারেও তাই চলেছে। ভারতবাসী বিবস্ত্রপ্রায়, কাপড়ের দাম সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে, অথচ মিল মালিকের দল মিথ্যা অজুহাতে মিল বন্ধ করে দিচ্ছে এবং কাপড়ের দাম ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। সরকার ব্যবসাদার ও মিল মালিকদের এই জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপকে সমর্থন করেই যাচ্ছে।

বোম্বাইএর মিল মালিকেরা জানিয়েছে ২৭শে ফেব্রুয়ারী হতে বোম্বাই এর সুতাকল বন্ধ হয়ে যাবে; ইন্দোরের মালিকরা বলেছে ১লা এপ্রিল হতে ১৭টা মিল বন্ধ করে দিতে হবে। মিলগুলি বন্ধ করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, তুলার অভাব। ভারতীয় ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি তুলসীদাস কিলাচাঁদও এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, তুলার অভাবের জন্যই বস্ত্রশিল্পে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি তুলার অভাব দেখা দিয়েছে? ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার এক প্রেস নোটে বলেছে—"সরকার মনে করে তুলার অভাব ঠিক নয়, কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি যথেষ্ট মনে না হওয়ায় মিল মালিকরা মিল বন্ধ করে দিচ্ছে;" বাজারে যাতে চাহিদার তুলনায় যোগান আরও কমে যায় এবং সেই সুযোগে মোটা টাকা লাভ করা যায় এই উদ্দেশ্যেই মিলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সরকার পক্ষ মালিকদের এই মতলববাজী যে জানে সে কথার প্রমাণ হল সরকারী প্রেসনোট। তাতেই স্বীকার করা হয়েছে তুলা থাকতেও মিল বন্ধ করা হচ্ছে। জেনেশুনেও সরকার মালিক পক্ষের এই অতি লোভ স্পৃহা সংযত করার কোন চেষ্টাই করছে না। শুধু তাই নয় ব্যবসায়ী সমিতি ভারত সরকারকে পরিষ্কার জানিয়েছে, যদি কাপড়ের দাম আরও না বাড়ান হয় তাহলে সমস্ত মিলই বন্ধ করে দেওয়া হবে। ultimatum পেয়েও সরকার পক্ষ চুপচাপ বসে আছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কাপড়ের দাম এক প্রস্থ বেড়েছে; ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সরকার নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, কাপড়ের দর শতকরা ১০০ ভাগ বেড়েছে। তবুও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে মিল মালিকরা আরও দাম বাড়াবার চেষ্টা করছে মিল বন্ধ করে দিয়ে। জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ নিয়ে যারা জুয়া খেলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রমিক ধর্মঘট করলে তাকে বেআইনী ঘোষণা করে জেল, জরিমানা, গুলি বর্ষণ চলে; কম উৎপাদন হচ্ছে এই অজুহাতে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ৬ মাস পর্য্যন্ত কারা দণ্ড দেওয়ার নজির আছে অথচ কোটীপতির দল আরও মুনাফার জন্য দেশবাসীকে বিবস্ত্র করে রাখতে চাচ্ছে তবুও সরকার একটি কড়া কথাও বলতে নারাজ, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা।

সূতা কলগুলিতে লাভ হয় না এমন নয়। নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ১৫ ভাগের মত লাভ প্রতি বছর হয়, তবুও এই অতিলোভ স্পৃহা। লাভ যাতে আরও বাড়ে সেই জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে আবদার জানিয়েছে কাপড় রপ্তানীর বিষয়ে যে বাধা নিষেধ আছে তা তুলে নিয়ে ইচ্ছামত পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করার সুযোগ দিতে হবে। দেশের লোক কাপড় পাবে না তবুও পুঁজিপতিদের লাভের জন্য বিদেশে কাপড় পাঠান হবে। পুঁজিবাদী সরকার যে ধনিক শ্রেণীর লাভ আরও ফাঁপাবার জন্য শ্রমজীবি জনতার গলায় ছুরি ভাল ভাবে চালায়—বস্ত্র ব্যাপারে ভারত সরকারের ব্যবহার সেই কথাই প্রমাণ করে।

বিড়লা ও নলিনী সরকারের মুখ চেয়ে ৬৩ লাখ টাকা মকুব

কর ধার্য্য করতে গিয়ে সরকারী কর্ম্মচারী সাসপেণ্ড

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী চুটিয়ে রাম রাজত্ব চালাচ্ছে তার আর এক দফা দলিল পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় টাকার অভাবে নাকি জনউন্নয়নকর কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না—এই রকম ওজর আপত্তি মন্ত্রীদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়। টাকার অভাবের অজুহাতে হাজারে হাজারে গরীব কেরাণী ছাঁটাইএর ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৯৪৭ সাল থেকে যাদের চাকরী তাদের ছাঁটাই করার আদেশ জারী হয়ে গিয়েছে; অথচ লাখে লাখে টাকা মন্ত্রী ও তাদের বন্ধুবর্গ দর মুখ চেয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

বোম্বাই প্রদেশে বিক্রয় কর হিসাবে আদায় হয় ১৪ কোটী টাকা, মাদ্রাজে ১৫ কোটী টাকা আর পশ্চিম বাংলায় ৩ কোটী। অথচ বিক্রয় করের হার ও তার আওতার গণ্ডি পশ্চিম বাংলায় সব চেয়ে বেশী। মাদ্রাজ বা বোম্বাই এর তুলনায় বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য কি তাহলে এক পঞ্চমাংশ? আসল হিসাবে একথা অস্বীকার করে। তাহলে এত কম আয় কর আদায়ের কারণ কি? কারণ হল, মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের খাতিরের লোকদের কাছে পাওনা টাকা না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। সম্প্রতি এর আর একটা প্রমাণ মিলেছে।

পশ্চিম বাংলার অর্থসচিব শ্রীনলিনী সরকার ওরিয়েণ্ট পেপার মিলের একজন পরিচালক। এই ওরিয়েণ্ট পেপার মিলের ওপর বিক্রয়করের সহকারী কমিশনার, শ্রীযুত নির্ম্মল রায়, ২৭ লাখ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করেন। এতে মিল কর্ত্তৃপক্ষ বেনামে নলিনী বাবু ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীযুত রায়ের বিরুদ্ধে হয়রানীর অভিযোগ আনে। অভিযোক্তা এবং বিচারক যেখানে এক লোক সেখানে অভিযোগের ফল যা হয় এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি; ভদ্রলোকের চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়ে; তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়। বিচারে এ অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যেখানে, সেখানে ওরিয়েণ্ট পেপার মিলের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করাই সঙ্গত কিন্তু তা না করে তাদের ২৭ লাখ টাকা ধার্য্য কর মাপ করা হয়েছে এবং সরকারী কর্ম্মচারীটিকে আজও সাসপেণ্ড অবস্থায় রাখা হয়েছে। বিড়লার কেশোরাম কটন মিলের অনেক কেচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ওপর ৪০ লাখ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। তারা অর্থসচিবকে ধরে করে তা কমিয়ে ৪লাখ টাকার সঙ্গত করে নেয়। এই করও নাকি বেশী হয়েছে এই অজুহাতে কেশোরাম কটন মিল আপীল করেছে। বিড়লাজী নলিনীবাবুর দোস্ত, মাতব্বরও বটে; উভয়ের ব্যবসায়ী স্বার্থ নানা স্বার্থে বাঁধা। সুতরাং আপীলে যদি ঐ ৪ লাখও একেবারে উঠে যায় তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। কংগ্রেসী রামরাজত্বের গুণাগুণীই এই রকম। কেনেডি, গোয়েঙ্কা, সুরজমল, বিড়লার মুখ চেয়ে যেখানে বছরে ৮ কোটী টাকা ছেড়ে দেবার পাকা ব্যবস্থা করা হয় এ ক্ষেত্রে সেখানে ৬৩ লাখ তো কিছুই নয়।

লেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তুলে দেবার ষড়যন্ত্র

৬ লাখ ১৫ হাজার রোগীকে প্রতি বছর বিনা চিকিৎসায় মারার ফাঁদ

১৩০০ নার্স, কেরাণী ও অন্যান্য কর্মচারী বেকার

১০হাজার চিকিৎসককে বেকার করার ফন্দি

★ আন্দোলন গড়ে তুলে এই জুলুমকে প্রতিরোধ করুন ★

(বিশেষ সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী সরকার কলিকাতা লেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। এই সিদ্ধান্ত যে কি রকম অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দেশের লোকের চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংখ্যা যেখানে নগণ্য, সেখানে এই কলেজ ও হাসপাতালটির মত একটি বড় দরের প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেওয়া শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক নয়, দেশবাসীর প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা। সরকারের অজুহাত হ'ল, টাকার অভাব। এ অজুহাত যে কত ভিত্তিহীন তা পরিষ্কার হবে কতকগুলি ঘটনা বিচার করলেই।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন কলেজটি খোলা হয় তখন এতে কেবলমাত্র যুদ্ধফেরৎ এল, এম, এফ উপাধিধারী চিকিৎসকরা এম, বি, পড়তেন। এর জন্য সরকারকে বছরে খরচ করতে হত ৫ লাখ টাকা। এখন আর সে অবস্থা নেই, বেসামরিক চিকিৎসকদের জন্য এখন কলেজের দ্বার উন্মুক্ত এবং তা থেকে বছরে আয় হল সাড়ে তিন লাখ টাকা। সম্প্রতি সরকারী আদেশ অনুযায়ী সমস্ত এল, এম, এফ উপাধিধারী চিকিৎসককে এম, বি, হতে হবে। এক বাংলাদেশে এল, এম, এফ ডাক্তারের সংখ্যা বর্তমানে ১০ হাজার। লেক মেডিকেল কলেজ ছাড়া কেবলমাত্র আর, জি, কর কলেজে বর্দ্ধিত এম, বি, কোর্স পড়ান হয়। কিন্তু সেখানেও বছরে ৫০ জন এল, এম, এফ ডাক্তারের বেশী ভর্তি হতে পারেন না। সুতরাং লেক মেডিকেল কলেজ তুলে দিয়ে এই ১০ হাজার চিকিৎসককে চিকিৎসা ব্যবসা হতে তাড়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যে সমস্ত মেডিকেল স্কুল ছিল আজ তার একটাও নেই; সরকারী আদেশে সেগুলি উঠে গিয়েছে। তার বদলে কলিকাতার দুটি স্কুল কলেজে পরিণত হয়েছে। ফলে পশ্চিমবাংলার যত ছাত্র চিকিৎসাক্ষেত্রে পড়াশোনা করতে চায় তার শতকরা একভাগ ছাত্রও উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পড়তে পায় কিনা সন্দেহ। এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও লেক মেডিকেল কলেজ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টাকার অভাবের অজুহাতে এই কলেজ ও হাসপাতাল তুলে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অথচ ঠিক এই সময়েই দিল্লীতে নতুন করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এতেও কি মনে হয় টাকার অভাব হাসপাতাল তুলে দেবার কারন?

লেক মেডিকেল হাসপাতালটিতে বছরে গড়ে ২ লাখ ৫৫ হাজার ইনডোর এবং ৩ লাখ ৬০ হাজার আউটডোর, মোট ৬ লাখ ১৫ হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের হাসপাতালগুলির অবস্থা যা, তাতে প্রমাণ হয় এক কলিকাতা সহরেই আরো বড় বড় ১০।১২টি হাসপাতালের দরকার। সিটের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তিন গুণ রোগীকে চিকিৎসা করছে প্রতিটি হাসপাতাল; সেক্ষেত্রে এই যে ৬ লাখেরও বেশী রোগীকে চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা হল প্রতি বছরে এদের কি হবে? সরকার কি চায়, এরা বিনা চিকিৎসায় মারা পড়ুক? যে দেশে দেশবাসী ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেলেও সরকার মাসিক হাজার টাকা মাহিনা দিয়ে একজন খাতিরের লোককে মশামারা ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে দায়িত্ব সারে, সে সরকার এর চেয়ে বেশী কি করবে?

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন এই কলেজ ও হাসপাতালটিকে বজায় রাখার জন্য সুপারিশ করেন এবং ১৯৪৮ সালে কলেজের অধ্যক্ষ সরকারের কাছে কলেজ ও হাসপাতাল একেবারে তুলে না দিয়ে অন্ততঃ ছোট আকারে রক্ষা করার কথা বলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে চিঠির কোন জবাবই আসেনি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন চলতে থাকে—একে অপরের ঘাড়ে ব্যয় নির্ব্বাহের দায়িত্ব চাপাতে থাকে। অবশেষে পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক সরকার জানায়, কলেজ ও হাসপাতালটিকে রক্ষা করতে হলে হাসপাতালের জমির জন্যে ৬৫ লাখ টাকা খেসারত দিতে হবে; তা আদৌ সম্ভব নহে সুতরাং কলেজ ও হাসপাতাল রক্ষা সম্ভব নয়। এই হিসাবও ভুল। যে জমির ওপর কলেজ অবস্থিত তার শতকরা ৮০ ভাগ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের অধীনে, সেখান থেকে দীর্ঘ সময়ের কড়ারে লিজ পাওয়া যেতে পারে। উপরন্তু বহু জমি এখনও পড়ে আছে যেগুলির জন্য মোটা টাকা খাজনা গুনতে হচ্ছে। এগুলি ছেড়ে দিলে বহু টাকা বেঁচে যায়।

কলেজ ও হাসপাতালটি তুলে দিলে জনসাধারণের যে চূড়ান্ত অসুবিধা হবে শুধু তাই নয়, বহু লোককে বেকারও করবে। এখানে ৫০০ নার্স, ১০০ কেরাণী, ৭০০ অধঃস্তন কর্ম্মচারী ও ২০০ জন চিকিৎসক কাজ করেন। বর্ত্তমান সময়ে যেখানে বেকারীর চাপে জনজীবন বিপর্য্যস্ত এবং সরকারের উচিত নতুন নতুন কাজের মারফৎ বেকারী কমান সেখানে এই রকমভাবে বেকারত্ব বাড়ান অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

অবশেষে যে কথাটি বলার দরকার তা হল টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে টাকা নেই, তাই কলেজ ও হাসপাতাল তুলে দিতে হল। এর জন্য মোট ৩৯ লাখ টাকা খরচ লাগে—২৫ লাখ হাসপাতাল, ৮ লাখ কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের মাইনে এবং ৬ লাখ রোগীর পথ্যের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার এই ৩৯ লাখ টাকা খরচ করতে পারে না প্রতিবছরে একথা অবিশ্বাস্য। এক সার উৎপাদন ব্যাপারেই ১ কোটী টাকা বেমালুম উড়ে গিয়েছে; প্রি-ফ্যাব গৃহ নির্ম্মানের কেচ্ছার কথা কে না জানে? সৈন্যবাবদে কত কোটী টাকা খরচ হয়? এই সব খরচ কমিয়ে কি ৩৯ লাখ টাকা তোলা যায় না? অনায়াসেই যায়, কিন্তু কমান হবে না। কারণ কংগ্রেসী নেতাদের কাছে জনতার জীবনের কোন মূল্য নেই; তার চেয়ে কামান বন্দুক এবং সামরিক বড়কর্ত্তাদের মদের পেছনে কোটী কোটী টাকা খরচ করতে তারা উদগ্রীব। কেন্দ্রীয় সরকারের কথা ছেড়ে দিলেও, পশ্চিম বাংলা সরকার অনায়াসে এই হাসপাতালটি চালাতে পারে। টাকার অভাবও পড়ে না ইচ্ছে থাকলে। জনসাধারণ তো নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের ওপর বিক্রয় কর দিচ্ছে। ঐ করটা পাটের ওপর চাপালে পশ্চিম বাংলা সরকারের ৮ কোটী টাকা রাজস্ব বাড়ে। জনতাকে তার জন্য ভুগতে হয় না; পাটের রাজারা অর্থাৎ বিদেশী কেনেডি গোষ্ঠি এবং দেশী বিড়লা, গোয়েঙ্কা, সুরজমল, জয়পুরিয়া ও ফতেপুরিয়া দলের ওপর দিয়ে এই টাকাটা ওঠে। চোরা কারবারের কথা বাদ দিয়েও বছরে লাভ করেন এঁরা ১০০ কোটী টাকা। এর থেকে ৮ কোটী টাকা অনায়াসেই দেওয়া চলতে পারে; উপরন্তু গরীব জনতাকে যদি খাদ্যবস্ত্র কিনতে হলে বিক্রয় কর দিতে হয় কোটীপতিরা কেন তা থেকে রেহাই পাবে? সুতরাং টাকার অভাব হল, ছুতা, সত্য নয়। বড়লোকের গায়ে হাত না দিয়ে গরীবের বুকে ছুরী চালান কংগ্রেসী নীতি। এই জনস্বার্থ বিরোধী নীতিকে ব্যর্থ করে কলেজ ও হাসপাতাল রক্ষা করতে জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে। জনতার সংঘবদ্ধ আন্দোলনই হাসপাতাল ও কলেজটিকে বাঁচাতে পারে; আবেদন নিবেদনে কিছু হবে না। এই কথা বুঝে জনতা এগিয়ে আসবে—এ আশা আমরা করি।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কারের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ব্লক কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করা, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা, সামরিক বাজেট কমিয়ে দেওয়া এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী জাতীয় শিল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাধাণ করা, যুদ্ধ প্রচার বন্ধ করা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া প্রভৃতি দাবীগুলি সামনে রেখে শান্তি আন্দোলনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

অন্দোলনকে জনপ্রিয় কোরবার জন্য শান্তি আবেদনে সহি সংগ্রহ অভিযান করা হয়েছে—এক মাসের মধ্যে সহি সংগ্রহ প্রায় ৭০০০ হয়েছে এর মধ্যে বৃহৎ অংশ হচ্ছে কয়লা খনির সাধারণ শ্রমিক।

খনি শ্রমিকদের মধ্যে ঘরোয়া সভা ও পোষ্টারের সাহায্যে শান্তি আন্দোলনের প্রচার চলেছে। অনেক কোলিয়ারীতেই শ্রমিকদের শান্তি কমিটি গড়ে উঠেছে—প্রধান শান্তি কমিটির পরিচালনায় ধানবাদ, কাটরাস, ঝরিয়া, ডিগওয়াডী, সিন্দ্রি, কারকেন্দ, জিয়ালগড়া প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে।

লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলন

ভি, মায়েভস্কি

তথাকথিত ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অব নেশন্স এর সম্মেলনের শ্রম সমাপ্ত হয়েছে। ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন।

সম্মেলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অংশীদারদের মত বিভেদ ক্রমশঃ প্রকট হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ সংঘাত পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পায়। দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দুঃসাহসিক নীতির সাম্প্রতিক ব্যর্থতা তাদের স্বার্থসংঘাতকে তীব্রতর করে তুলেছে। সুতরাং দ্বাররুদ্ধ কক্ষের অন্তরালে সম্মেলন বসেছিল, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অন্দরমহলের কেলেংকারী তারা বাইরে প্রকাশ করতে চাইবেনা। এতো স্বাভাবিক।

সম্মেলনের প্রাককালে, রক্ষণশীল পত্রিকাগুলিতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য ব্যাপক কর্ম্মসূচী প্রকাশিত হয়। 'ডেলি মেল' পত্রিকা মন্তব্য করে যে, আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যখন পৃথিবীর মধ্যে দুটি শক্তিশালী ব্লক, ব্রিটেন তৃতীয় ব্লক হতে পারে এবং তার হওয়া উচিত। রক্ষণশীলদের এই মুখপত্র আহ্বান জানাল যে, সাম্রাজ্যের একটি সেনানীমণ্ডলী গঠন করে, সারা পৃথিবীতে খাটাবার উপযুক্ত রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা চাই, অস্ত্রসস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাকে একছাঁচে ঢালা চাই (Standardisation), বৈদেশিক নীতির এবং কাঁচামালের জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্য কমিটি সৃষ্টি করা দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য কতকগুলি পরিকল্পনায় বলা হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নড়বড়ে ঐক্যকে মজবুত করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য উঠেপড়ে তৈরী হবার জন্য ব্রিটেনের ঘাড়ে যে দুঃসহ বোঝা চেপেছে তার কিছুটা ডোমিনিয়ন সমূহের ঘাড়ে চাপাতে হবে। বিচার বুদ্ধির দিক থেকে এই পরিকল্পনাই বেশী কাজের সন্দেহ নেই।

একথা মনে রাখা দরকার যে ব্রিটেনের বর্ত্তমান "দানে" আমেরিকা মোটেই সন্তুষ্ট নয়। আমেরিকার দাবী সাম্রাজ্য বাড়াতে হবে, কামানের খোরাক এবং কাঁচামাল যোগাতে হবে।

"ইয়র্কশায়ার পোষ্ট" লিখেছে। (সম্মেলন সুরু হবার আগে) যে ব্রিটেনের দায়িত্ব অনেক। পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থায় জরুরী সাহায্য করছে, মধ্য প্রাচ্যে তার দারুণ দায়িত্ব রয়েছে, কোরিয়ায় সে সৈন্য পাঠিয়েছে এবং মালয়ের জঙ্গলে তাকে শক্ত রকমের পরিস্থিতি সামলাতে হচ্ছে। তাই এই পত্রিকার মতে সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে এই সমস্ত দায়িত্বের কিছু কিছু হাল্কা করার বিষয়ে আলোচনা করা দরকার; সেজন্য ডোমেনিয়নগুলো কিছু কিছু সৈন্য যদি 'গ্যারিসন ডিউটি' দেবার জন্য পাঠায় এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশে যদি কিছু কিছু অস্ত্র তৈরী হয়, তাহলে হয়তো সুবিধা হবে।

কিন্তু যে সব দায়িত্ব নিলে ডোমিনিয়নগুলির নিজের পক্ষে সুবিধা হয় তারা সেগুলোই নিতে চায় এবং অন্যগুলো এড়াতে চায়। সম্প্রতি কোরিয়ায় ম্যাক আর্থারের দস্যুদলকে সাহায্য করার জন্য ব্রিটেন এক হাজার সৈন্য পাঠায়। কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ব্রিটেন খুবই চেষ্টা করছে, এই হোল ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্য। কিন্তু কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের পর ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোধহয় আর কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়েছে যে, কানাডার সৈন্যদল কোরিয়া ছেড়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে নতুন সৈন্য পাঠানর প্রশ্ন আর তোলা হয় নি। অষ্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে সৈন্য পাঠাতে রাজী আছে কিন্তু মালয়ে যাবার বাসনা আপাততঃ তাদের নেই। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পথ চলে গিয়েছে।

আক্রমনাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণে ব্রিটিশ সরকার ডোমেনিয়নগুলিকে কতখানি টেনে আনতে পারবেন বলা শক্ত। তবে একথা পরিস্কার যে, কর্ত্তব্য ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারে, একে অপরের ঘাড়ে যতখানি পারে ভার চাপাবার চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহ নেই, কর্ত্তব্যের বোঝা যার যত কম হয় ততই ভাল। এই অসাধারণ রেষারেষি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্যের পরিচয় দেয়না।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে যে কঠোর বিরোধ চলেছে তাও সাম্রাজ্যের ঐক্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়না। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জানিয়েছেন যে কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনা যদি সম্মেলনে না হয় তা হলে তিনি সম্মেলনে যোগ দেবেন না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় যে বেসরকারী বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে আলাপ হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে যে সম্পূর্ণ গোপনভাবে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কাশ্মীর সমস্যার ইতিহাস দেখলে মনে হয় যে সমাধানের পথে প্রধান বাধা ব্রিটেন নিজে। পুরান পরীক্ষিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল, 'বিভেদ সৃষ্টি করে আধিপত্য বজায় রাখা।' ব্রিটেন সেই পথেই চলেছে।

কৌশল পুরান ঠিকই, পরীক্ষিত ও বটে। কিন্তু নতুন সব সমস্যা এবং চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই পুরান কৌশলকে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অপকেন্দ্রিক (Centrifugal) লক্ষ্য দিন দিন বেড়ে চলেছে কারণ ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশ আমেরিকা অনবরত তার থাবা বসাচ্ছে। "ডেলি টেলিগ্রাফ এণ্ড মর্ণিং পোষ্ট" স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে পুরাতন ব্রিটিশ জগৎ আজ হয়ে গিয়েছে ইঙ্গ মার্কিন জগৎ।

লণ্ডন বৈঠকে দেখা গিয়েছে যে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ সংঘাত যেমন একদিক দিয়ে বেড়ে চলেছে, তেমনি আর একদিকে ব্রিটিশের আমেরিকার ওপর নির্ভরতা বেড়ে যাচ্ছে। সম্মেলনের প্রথম দিকের অধিবেশনগুলিতেই বোঝা গেল যে সম্মেলনে আট জন প্রধান মন্ত্রী ছাড়া আরো একজন নবম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন মার্কিন। লেবার পার্টির মুখপত্র, 'ডেলি হেরাল্ডে' "পরিবারের বন্ধু" নাম দিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী দুজনে দুদিকে মুখ করে, পিঠে পিঠ দিয়ে বসে; উপস্থিত সকলের সামনে এটলী ট্রুম্যানের একখানা ছাব তুলে ধরে বলছেন: প্রশ্নটা হোল এই যে, ব্রিটেন আমেরিকার একটি রাষ্ট্র হবে, নাকি আমেরিকা ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের দল ভুক্ত হবে।

প্রশ্নটির শেষের অংশটা 'ডেলি হেরাল্ড' ব্রিটিশ সরকারের মানরক্ষার জন্য তুলে ধরেছে তা ঠিক। কিন্তু তাহলে কি হবে, লণ্ডনের পথে ঘাটে যে সব শিশুরা ঘুরে বেড়ায় তারাও একথা জানে যে ট্রুম্যানের কমনওয়েল্থে যোগ দেবার কোন বাসনা তো নেইই বরং তিনি চেষ্টা করছেন যাতে সমস্ত ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এমন কি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত খুচরা এবং পাইকারী ভাবে ডলার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে।

সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল: কোরিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তি সমুহের পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে কর্ত্তব্য কী? এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে ইঙ্গ মার্কিন সম্পর্কের আসল চেহারা পরিস্কার হয়ে পড়ে। চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা, তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ চালান, তার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করা, তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা, ট্রুম্যানের এই সব দাবী লণ্ডন সম্মেলনের অংশীদারদের আতংকবিহ্বল করে তোলে। ঘাবড়ে গিয়ে, নিউজ ক্রনিকল্ পত্রিকা লিখলো যে, আমেরিকা আর কমনওয়েলথভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে বিরোধ যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তা নয়।

প্রধান মন্ত্রীরা ঘাবড়ে গিয়ে জাতিসংঘে তাদের এবং মার্কিন সরকারের প্রতিনিধদের উপর অনবরত টেলিফোন ও টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন; তাঁরা নির্দেশ দিলেন যে, যেমন করে হোক আমেরিকার দাবী নরম করা দরকার। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি আমেরিকার কাছে জোড়হাত করে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, তারা আমেরিকাকে ব্রিটেনের সঙ্গীন অবস্থাটা উপলব্ধি করে দেখতে অনুরোধ করল। মার্কিন কূটনীতির গোঁয়ার্ত্তুমীতে বিরক্ত হয়ে, "ম্যা ঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" মন্তব্য করল :— চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করার জন্য আমেরিকা যে ভাবে চাপ দিচ্ছে তাতে এমন পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে, যখন আমেরিকার মিত্ররাষ্ট্র গুলর পক্ষে তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করা আর সম্ভব হবে না। যবনিকার অন্তরালে যে সব নোংরা শলা পরামর্শ চলল তার ফলে জাতিসংঘের "ত্রিরাষ্ট্রীয় কমিটির" খসড়া প্রস্তাবের জন্ম। শোনা যায় আমেরিকার জ্ঞাতসারে, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এই প্রস্তাব রচনায় প্রত্যক্ষ অংশ নেন। (শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সরকারের উদ্বাস্তু নির্য্যাতনের নয়া পরিকল্পনা

বাস্তুহারাদের নতুন করে বাস্তুহারা করার চেষ্টা

ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের আঘাতে কংগ্রেসী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ বিভক্ত হবার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল বাস্তুহারা সমস্যা। লাখ লাখ লোক পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে গৃহহারা সর্বহারা হয়ে ঝড়ের মুখে কুটীর মত ভেসে বেড়াতে লাগল এখানে ওখানে, নেতাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে গুলি, লাঠি, গ্যাস, অনাহার, অপমান আর অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই মিলল না। বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায়, সরকারের কণামাত্র সাহায্য না নিয়েই, নিজেদের আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করল। এমনি করে পূর্ব্ববাংলা হতে আগত প্রায় ৬ লাখ বাস্তুহারা ৩০৮টা কলোনী গড়ে তুলল পশ্চিম বাংলায়। পতিত নীচু জমি; বাস্তুহারা পরিবাররাই, যা কিছু সম্বল তাদের ছিল, তাই দিয়ে সেগুলিকে ভরাট করে বাসোপযোগী করে তুলল; নিজেদের খরচে ছোঁচাট মাথা গোঁজার মত ঘর তুলল; পেটের ভাতের চেষ্টায় নানা কাজে সহরের আশেপাশে লেগে গেল।

যে জমির কোন মূল্য ছিল না, সেই জমি যখন বাসের উপযুক্ত হয়ে উঠল তখন ধনীর দল, জমিদার গোষ্ঠি রক্ত চোষার মতলবে এগিয়ে এল। মোটা মোটা টাকা দাঁও মারার চেষ্টা চলতে লাগল। অত্যাচার চলল উদ্বাস্তুদের ওপর অমানুষিক—মার ধোর ঘর দোর ভেঙে জ্বালিয়ে দেওয়া। বাস্তুহারা ভাই বোনরা বাধা দিল, সরকার এগিয়ে এল জমিদার বড়লোকের সাহায্যে। আইনের নামে চলল অকথ্য জুলুম। গ্রেপ্তার, গুলি, উচ্ছেদ সমানে চলল। তবুও বাস্তুহারা ভাইবোনরা সংঘবদ্ধতার জোরে সরকারী অত্যাচারকে এত দিন প্রতিরোধ করেছে।

তাই নতুন করে আক্রমণের অস্ত্র শানাচ্ছে ধনিক শ্রেণী ও তার স্বার্থ রক্ষাকারী কংগ্রেসী সরকার। পুনর্ব্বাসনের নামে উদ্বাস্তু পরিবারদের নতুন করে বাস্তুহারা করার ষড়যন্ত্র চলছে। পশ্চিম বাংলা সরকার আইন করছে—৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে—৩০৮টা কলোনীর ৬০ লাখ বাস্তুহারা আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াবে। আবার ইট কাঠ পাথরের মত গড়িয়ে চলবে নেতাদের খেয়ালের স্রোতে, নেতাদের কথায় বিশ্বাস করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে হাজারে হাজারে অকাল মৃত্যুর গ্রাসে পড়বে। তবে এ অবস্থা যে আর হবে না, কংগ্রেসী সরকারের ধাপ্পায় যে আর বাস্তুহারা ভাই বোনরা ভুলবে না—একথাও ধ্রুব সত্য।

সরকারের পুনর্ব্বাসনের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে তার ধারাগুলি লক্ষ্য করলে। পঙ্গু, অসমর্থ ও বৃদ্ধ ছাড়া আর কারও পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব সরকার নেবে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় সরকার সত্যসত্যই পঙ্গু অসমর্থ ও বৃদ্ধদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করবে—কোন ব্যবস্থা হবে না বাস্তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তাহলেও তাছাড়া বিরাট সংখ্যক যে উদ্বাস্তু রইল তারা কি করবে? তারা কি পথে ঘাটে রাত কাটাবে আর কুকুর বেড়ালের মত মরবে? তাদের গড়া ঘর ভেঙ্গে দিয়ে পথের ভিখারী করার কি অধিকার আছে কংগ্রেসী সরকারের? সরকারের এক কপর্দকও সাহায্য না নিয়ে যে ঘর তারা গড়েছে তা থেকে উচ্ছেদ করার কোন্ নৈতিক অধিকার আছে সরকারের? দ্বিতীয়তঃ বাকি লোকের মধ্যে যারা কর্ম্মক্ষম নয় তাদের তিন মাসের জন্য রেশন দেওয়া হবে। তারপর তাদের চলবে কিসে? আর কর্ম্মক্ষম যারা তারা কি বাতাস খেয়ে থাকবে? বাস্তুচ্যুত হয়ে উপজীবিকার উপায় হতে বঞ্চিত হয়ে তারা বাঁচবে কেমন করে? সর্ব্বশেষে সরকার যে সব জমি ঠিক করে দেবে সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা হওয়া মাত্র আশ্রয়প্রার্থীদের চলে যেতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা বলতে হবে! পরিবারের পঙ্গু, অসমর্থ ও বৃদ্ধের দল সরকারী দয়ায় একজায়গায় গেল; অন্য দল সরকারী আদেশে অন্যত্র চলে গেল। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৃদ্ধ বাবা, রুগ্ন মা গেল সরকারী লঙ্গরখানায়; কর্ম্মক্ষম সন্তান রাস্তা তৈরীর কাজে বেগার খাটতে লাগল—এক রকম বিনা মজুরীতে; কর্ম্মক্ষম মেয়েকেও রাস্তা তৈরীর কাজে লাগতে হবে পেট চালাবার জন্য—হলেই বা সে ঐ কাজে অনভ্যস্ত! সক্ষম উদ্বাস্তু চিকিৎসক রাস্তা গড়বে, শিক্ষক রাস্তা গড়বে, উকিল রাস্তা গড়বে, কামার, কুমর, তাঁতী রাস্তা গড়বে, চাষী রাস্তা গড়বে। সুন্দর পুনর্ব্বাসন নীতি বলতে হবে। ৬০ লাখ বাঙালী বাস্তুহারা ভাই বোন রাস্তা গড়বে। গড়তে গড়তে না খেতে পেয়ে মুখে রক্ত উঠে মরে যাবে আর কংগ্রেসী নেতারা সেই রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে তাঁদের জন্য ভোট ক্যানভাস করতে বেরুবেন, কখনও বা সুরা আর সাকী সমেত সান্ধ্যভ্রমণে বেরুবেন। এই না হলে রাম রাজত্ব!

উদ্বাস্তু ভাই বোনসব, ঢের সয়েছেন, আর সইবেন না। আওয়াজ তুলুন—জান থাকতে এই জুলুম মানবো না। কংগ্রেসী সরকারের উচ্ছেদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করবই করব।—কলোনী উচ্ছেদ চলবে না; উদ্বাস্তুদের আইনত প্রজা বলে স্বীকার করতে হবে; পুলিশী জুলুম বন্ধ করতে হবে; প্রত্যেককে উপযুক্ত কাজ দিতে হবে; শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা চাই; সমস্ত উদ্বাস্তুকে ভোটার বলে মানতে হবে—এই দাবীতে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। তাই হল বাঁচার একমাত্র পথ।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক

দক্ষিণ কলিকাতার লেক হাসপাতাল তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিরাট সভা

খাদ্যের অভাবে যখন জনসাধারণের রোগ প্রতিরোধের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষুন্ন হইয়া আসিতেছে, যখন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তখন জনসাধারণের চিকিৎসার আরোও সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ানো উচিত একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। একথাও সকলে স্বীকার করেন যে আমাদের দেশে প্রয়োজন অনুপাতে হাসপাতালের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। কিন্তু এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার লেক হাসপাতালকে তুলিয়া দিবার যে নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহা শুধুমাত্র উদাসীনতার পরিচয়ই নহে জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যের পরিচায়কও বটে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই হাসপাতাল যে অক্লান্ত সেবার নিদর্শন দেখাইয়া আসিয়াছে তাহা সত্যিই প্রসংশনীয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত হাসপাতাল, নিম্নের তালিকা তাহার নির্দ্দেশ দিবে—এই হাসপাতাল বর্ত্তমানে—

ডাক্তারের সংখ্যা—২০০ জনেরও অধিক
নার্সের " —৫০০
কেরাণীর " —১০০
মিনিয়ালসের " —৭০০

হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ১৩০০ হইতে ১৫০০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ইহার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। ইহা ছাড়া পাঠরত মেডিকেল ছাত্রের সংখ্যাও বর্ত্তমানে ৫০০ শত। সুতরাং হাসপাতাল তুলিয়া দিলে যেমন চিকিৎসার অভাব দেখা দিবে তেমনি এই সব ডাক্তার, নার্স, কেরানী প্রভৃতির জীবিকাপোর্জ্জন বিপন্ন হইবে এবং ছাত্ররাও পাঠে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইবে—কারণ অন্যান্য স্থানে ভর্ত্তি হইবার আশা অত্যন্ত কম।

সরকারী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং তাহার প্রত্যাহারের দাবীতে ১০ই ফেব্রুয়ারী ডাক্তার, নার্স, ঝাড়ুদার, মেথর, কর্ম্মচারীরা এক সভার আয়োজন করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সকলের ভিতরেই বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। সভায় সোস্যালিষ্ট ইলনিটি সেন্টার ছাত্র ব্যুরোর সম্পাদক সুকোমল দাশ গুপ্ত বলেন "যে সরকার অসংখ্য টাকা খরচ করিয়া কোরিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিবার জন্য মেডিক্যাল মিশন পাঠাইয়াছেন সেই সরকারের ব্যয় সংকোচনের নামে জন বহুল কলিকাতার পক্ষে অপরিহার্য্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র উঠাইয়া দিবার কোন অধিকার নাই,,—তিনি বক্তৃতার শেষে এই আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য ডাক্তার, নার্স, কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রতিনিধি লইয়া একটি Council of action গঠনের নির্দ্দেশ দেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মনোরঞ্জন ব্যানার্জি হিন্দীতে ঝাড়ুদার, মেথরদের উদ্দেশ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাদের আন্দোলনের পথ দেখাইয়া দেন। সভায় তারাপদ বসু, চিত্ত বসু, সিমলা চ্যাটার্জী প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভায় সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সরকারী খাদ্য-সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে কৃষক জমায়েত

প্রতি গ্রামে স্থানীয় কমিটি গঠন

২৪ পরগণা ক্ষেত-মজুর ফেডারেশনের উদ্যোগে গণ-স্বাক্ষর গ্রহণ

(সংবাদদাতার পত্র)

মনিরতটহাট, জয়নগর, ২৪ পরগণা, ৫ই ফেব্রুয়ারী:—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্ত কিষাণ সভা, ২৪ পরগণা ক্ষেত মজুর ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট ইনলিটি সেন্টার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে পশ্চিম বাংলা সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে মনিরতটহাটে এক কৃষক জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী।

সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে যুক্ত কিষাণ সভার সহঃ সম্পাদক ও ২৪ পরগণা ক্ষেত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, কমরেড সুধীর ব্যানার্জী বলেন যে, "কংগ্রেসী সরকার চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার নাম করে ধান কাড়ার যে নীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠছে। ২৪ পরগণা জেলার, বিশেষ করে জয়নগর থানার অধীনস্থ প্রত্যেক গ্রামের গরীব ও মধ্যচাষী ভাইরা আজ ঐক্যবদ্ধভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আজ আর একা একা থাকার দিন নয়, পাথরের মত শক্ত ঐক্যবদ্ধতা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী সংগঠনই গরীব জনতার একমাত্র লড়ার অস্ত্র। তা গোড়ে তোলার কাজে দেরী করলে চলবে না।" তাঁর বক্তৃতার পর বিশিষ্ট কৃষক সংগঠক কমরেড কৃষ্ণ লাল বন্দোপাধ্যায়, সরকারের খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর নীতির কার্য্যকারীতা ব্যখা করতে গিয়ে বলেন, "শুধু সই করে দিলেই ধান লুঠ বন্ধ হবে, একথা ভাবলে ভুল করা হবে একদিকে যেমন গণস্বাক্ষরের মারফৎ সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে জনমত গোড়ে তুলতে হবে, তেমনি সরকার বিরোধী সেই গণমতকে সংগঠিত করে কার্য্যকরী শক্তি হিসাবে পরিণত করার জন্য গ্রামে গ্রামে আন্দোলন পরিচালনা কমিটি ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন গোড়ে তুলতে হবে। সফল আন্দোলন গড়ার ওপরই ধানলুঠ বন্ধ করা নির্ভর করছে।"

স্থানীয় কৃষককর্মী শ্রীধর মণ্ডল ও গোলাম হোসেন মল্লিক শান্তি আন্দোলনের তাৎপর্য্য এবং চাষীভাইদের ধান লুঠ করা তথা বাঁচার দাবীর আন্দোলনের সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের গভীর সংযোগের কথা প্রাঞ্জলভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেন। এরপর ২৪ পরগণা ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভাপতি, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, গত চার বছরের কংগ্রেসী শাসনে, গরীব জনতার ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখ, দারিদ্র এবং পুঁজিপতি ও জমিদার গোষ্ঠির পাহাড় প্রমাণ লাভ কি রকম করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বেড়ে চলেছে, বাঁচতে হলে কি কায়দায় লড়তে হবে, কি ধরণের সংগঠন গড়তে হবে, এই সব বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন। সভা যুক্ত কিষাণ সভা ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভ্য হবার, গ্রামে গ্রামে স্থানীয় কমিটি গড়বার, সফল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গোড়ে তোলার এবং সরকারী ধান লুঠ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সভাপতির অভিভাষণের পর প্রায় রাত্রি ৭টার সময় সভার কাজ শেষ হয়। প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েসনের স্থানীয় শাখা সভায় গণসঙ্গীত করেন।

কৃষক-প্রজা দলের আসল রূপ ফাঁস

পশ্চিম বাংলার পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু ও জনসংভরণ মন্ত্রী চারু বাবু নাজেহাল

চাষীদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে সভা ভেঙ্গে পলায়ণ

(সংবাদদাতার পত্র)

পশ্চিম বাংলার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ এবং জনসংভরণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুভাণ্ডারী সম্প্রতি দেশে কৃষক প্রজা মজুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে প্রচারে নেমে ছন। তাঁদের কৃষক প্রজা রাজ যে কংগ্রেসী রামরাজত্বের নয়া সংস্করণ একথা জনসাধারণে ধরে ফেলেছে। যে প্রফুল্লবাবু প্রধান মন্ত্রী হয়েই নিয়ে এলেন নিরপত্তা আইন, যার দাপটে বাংলায় প্রগতিবাদী কণ্ঠ নির্বাক হয়ে যেতে বসেছিল, অসংখ্য ট্রেডইউনিয়ন, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মী বিনা বিচারে জেলে পচছে তিনি যদি কৃষক প্রজারাজের প্রচারক না হন তো হবে কে? আর যে মন্ত্রী জনসংভরণ বিভাগের ভার নিয়েই চাষীর কাছ থেকে জোর করে নাম মাত্র দাম দিয়ে ধান লুঠ করার হুকুম জারী করেন তিনি চাষীর স্বার্থ কেমন রক্ষা করবেন, তা ভালভাবেই জানে চাষী ভাইরা। এখনকার এই সব বড় বড় বুকনি এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ভোটে জিতে আবার মন্ত্রী হয়ে অত্যাচার চালাবার পাকা ব্যবস্থা করা সে কথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে একসভায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঘোষ ও ভাণ্ডারী মশাই ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর সদর মহকুমার অধীনে কয়েক জায়গায় সভা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা মথুরাপুরে সভা করতে গেলে স্থানীয় চাষী ও ছাত্রদের তরফ থেকে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব তাঁদের

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কুলতুলীতে বেপরোয়া পুলিশী জুলুম

৪০ জন চাষী পুরুষ চালান,—বাড়ীতে বাড়ীতে অত্যাচার

স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে মারপিট

হাঁস মুরগী প্রভৃতি লুঠ

(সংবাদদাতার পত্র)

পশ্চিম বাংলা সরকার, জয়নগর থানার অধীনস্থ কুলতুলী গ্রামে সরকারী ধান সংগ্রহকারী কর্ম্মচারীদের মারধোর ও নিহত করার যে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে তা সম্পূর্ণ এক তরফা এবং মিথ্যার বোঝাই। সংবাদ গুলি পড়লে মনে হবে, চাষী ভাইরা সাথে সুথে আগে হতেই মারধোর আরম্ভ করে এবং সরকার পক্ষ কোন কিছুই করে নি, অহিংসার অবতার হিসাবে মারধোর সহ্য করেছে।

প্রকৃত সংবাদ হ'ল এই যে, একটি যাত্রী বোঝাই ডোঙাকে সরকারী কর্ম্মচারীর দল জোর করে থামাতে চায়। যাত্রীরা বলে, ডোঙায় কোন ধান চাল নেই, তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের লোক আছে; এসে দেখলেই একথার সত্যতার প্রমাণ মিলবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের এই কথায় অপমান বোধ হওয়ায় তারা যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করতে থাকলে যাত্রীরা তার প্রতিবাদ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ডোঙার ওপর কর্ম্মচারীদের পক্ষ হতে গুলি চালান হয়। সংবাদে প্রকাশ এতে ধীরেন নস্কর ও অন্য একজন চাষী আহত হয়ে নদীর জলে পড়ে যায়। তারপর আরম্ভ হয় গোলমাল।

একে তো বেআইনী আইনের জোরে সরকার পক্ষ চাষীর রক্ত জল করে বোনা ধান একরকম বিনা দামে লুটে নিয়ে আসছে যার ফলে প্রত্যেকটি গ্রামের গরীব ও মধ্যচাষীর দল চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভুগছে; সারা বছরের সম্বল হারিয়ে তারা এখন থেকেই অনাহার ও দুর্ভিক্ষের দিন গুনছে। তার ওপর অন্যদিকে অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে চলেছে, মারধোর, বিনা কারণে ও উত্তেজনায় গুলি বর্ষণ রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলতুলীর বেলায় ও তাই।

ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের চাষীভাইদের ওপর যে নিদারুণ অত্যাচার চলেছে তা ভাবতেই পারা যায় না। গ্রামের প্রতিটি বাড়া খানাতল্লাসী করা হচ্ছে, যেখানে কোন পুরুষ চাষী দেখছে তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত ৪০ জন চাষী পুরুষকে চালান দেওয়া হচ্ছে; গ্রাম এক রকম পুরুষ শূন্য। বেপরোয়া মারপিট চলেছে; কৃষক রমণী, বৃদ্ধা ও শিশুরা পর্য্যন্ত এই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অবাধ লুঠতরাজ; চাষীর হাঁস, মুরগী, থালা ঘটী বাটী সচ্ছন্দে গিয়ে স্থান লাভ করেছে পুলিশ প্রহরী ও কর্ত্তাদের পেটে কিংবা হেপাজতে। বাইরে থেকে কেউ যাতে গ্রামের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রবেশ পথ গুলিতে কড়া পাহাড়া দেওয়া হচ্ছে। ৪ জন দারোগা, ও ১ জন আঞ্চলিক ইনস্পেকটরের অধীনে ১৪৬ জন বিশেষ সশস্ত্র পুলিশের দাপটে নিরীহ চাষীরা বিপর্য্যস্ত। অথচ এই সব কথা ঘুনাক্ষরে যাতে প্রকাশ না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরীতে মালিকের ● জুলুমবাজী ●

কমরেড উৎপল রায়ের বিবৃতি

অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করিতে কারখানার সমস্ত শ্রমিককে আহ্বান জানাইয়া শ্রমিক নেতা কমরেড উৎপল রায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

ঘুসুড়ীর অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালিকের জুলুম বহুদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। যদিও একথা সত্য যে, পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটা কারখানাতেই শ্রমিকদের উপর শোষণ ও জুলুম চলে; কিন্তু অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরীর জুলুম চরম পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারখানায় শ্রমিকদের নিজস্ব অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। কয়েকটী বড় বড় মিস্ত্রী (প্রত্যেকেই মালিকের দালাল) ছাড়া সর্বশ্রেণীর মজুরকেই মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়। প্রত্যেক দিনই ছাঁটাই, সাসপেণ্ড ও জরিমানা চলিতেছে। শারীরিক অত্যাচার এমনকী রডের আঘাতে মাথা ফাটান প্রভৃতি এই কারখানার প্রাত্যহিক ঘটনা। বালক মজুর যাহাদের বয়স দশ বার বছরের বেশী নয়, তাহাদেরও দিনে দশ বার ঘণ্টা খাটান হয়। কিন্তু তাহার বদলে তাহাদের মজুরী দেওয়া হয় অতিসামান্য। এই বেচারাদের ভাগ্যে এই জুলুম চলে বেশী; কারণ ইহারা যে কাজ করে সেই কাজ করার জন্য আমাদের দেশে বহু বাচ্চা বেকার পাওয়া যায়। ইহারা মিস্ত্রীদের কেনা গোলামের মতই, ইহাদের মিস্ত্রীরা মার পিট করে। চার পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন কামাই বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের দিয়া মিস্ত্রীরা বাড়ীতে তাহাদের চাকরের কাজ (অর্থাৎ বাজার প্রভৃতি) করাইয়া লয়। এই কাজ করিতে ইহারা অস্বীকার করিলে তাহাদের কপালে জোটে জবাব বা ছাঁটাই। কারখানার উপরোক্ত জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদিও শ্রমিকদের বিক্ষোভ ক্রমশঃই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবুও আজ এ অত্যাচার ও জুলুমকে রুখিবার জন্য অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা আশানুরূপ ভাবে নিজেদের সংগঠিত করিতে পারে নাই। তাই আমি এই কারখানার প্রতিটা মজুর ভাইকে আহ্বান জানাইতেছি মালিকের এই জুলুম রুখিতে হইলে শুধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া আপশোষ জানাইলেই হইবে না, ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করিতে হইবে। মালিক যতদিন দেখিবে শ্রমিকের কোনও সংগঠন নাই শ্রমিকের মধ্যে একতা নাই ততদিনই সে জুলুমের পর জুলুম বাড়াইয়া চলিবে। কাজেই এই জুলুমকে একমাত্র রোখার পথ সংগঠন আর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। মালিক সব সময়ই তাহাদের শোষণ ও অত্যাচার পুরোপুরি চালাইবার জন্য মজুরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে। সে চেষ্টা করে হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-বাঙালী সওয়াল উঠাইয়া মজুর ভাইদের একতাকে ভাঙিয়া দিতে। মালিকের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া সে দিন "অশোক গ্লাস মজুর ভাইরা" বাঙালী বিহারী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ের পথে আগাইয়া আসিবে সে দিনই এই কারখানার মজুরের উপর হইতে সমস্ত অত্যাচার ও জুলুম শেষ হইবে। নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য এই পথে আগাইয়া আসিবার আহ্বান আমি নির্য্যাতিত মজুর ভাইদের দিতেছি

ঝরিয়া কয়লাখণি অঞ্চলে শান্তি আন্দোলনের রিপোর্ট

শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপকভাবে আন্দোলনে যোগদান

ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলে শান্তি আন্দোলনের প্রসারতা সম্বন্ধে শান্তি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ এক রিপোর্টে জানান যে, এই অঞ্চলের শান্তি আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে ব্যাপকতর ঐক্যের ভিত্তিতে এক শান্তি ফ্রন্ট তৈরী হওয়া, যে ফ্রন্টে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি সমস্ত রকম শান্তিকামী শক্তি যোগ দিয়েছে; এই সংযুক্ত শান্তি ফ্রন্ট কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। এই অঞ্চলের শান্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কোল ফিল্ড শাখা, মা-ভূম ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুস্থান খান মজদুর সংঘ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোল কোম্পানী ওয়ার্কস ইউনিয়ন, ডিগওয়াডি সংস্কৃতি সংঘ, সি, পি, ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়ন; টাটা কালিয়ারিজ মজদুর ইউনিয়ন এবং ঝরিয়া ধানবাদ, কাটরাস প্রভৃতি স্থানের বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা। শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে আইনজীবি, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, ট্রেডইউনিয়ন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী সাধারণ শ্রমিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা সভ্য হিসাবে আছেন।

বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের নির্দেশিত কর্মপন্থা এবং বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের গৃহিত ঘোষণা পত্রের ভিত্তিতে শান্তি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। শান্তি আন্দোলন শুধুমাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রচারের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ না রেখে, আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সমস্ত রকম যুদ্ধ তৈয়ারীর বিরুদ্ধে সক্রিয় গণ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই প্রথম থেকেই কয়লা খনির শ্রমিকদের ভিতরে শান্তি সংগঠন গঠণ করা হচ্ছে। বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের দাবী, এটম বোমা বে-আইনী ঘোষণা করা, প্রতি রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা, পরবাক্য অক্রমণকারীদের যুদ্ধপরাধী গণ্য করা প্রভৃতির সাথে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কংগ্রেসী সর-

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্ম্মচারীদের অবিরাম ● ধর্ম্মঘট ●

কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারিদের সংগ্রামী মনোভাব

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্ম্মচারীরা সাধারণ ধর্ম্মঘট শুরু করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের কারণ হিসেবে জানাগিয়াছে যে ১৯৪৮ সালের ছয় মাসের জন্য ট্রাইবিউনালের যে রায় বাহির হইয়াছিল, তখন তাহা পুরাপুরিভাবে মানিয়া লওয়া হয় নাই; উহাকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইবার জন্য এবং বর্ত্তমানে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেসে যে হারে মাহিনা ও ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হয় সেই হার অনুযায়ী মাহিনাও ভাতার দাবী কর্ম্মচারীরা বহুদিন ধরিয়া কর্তৃপক্ষের কাছ করিয়া আসিতেছেন, গত বৎসর এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়াছিলেন কিন্তু তদানীন্তন ভাইস্‌চ্যান্সেলর, সি, সি, বি সমস্ত দাবী মানিয়া লইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু এত দিনেও উহার কোন সুরাহা না হওয়াতে কর্ম্মচারীরা ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়া তাহাদের শেষ অস্ত্র হিসাবে ধর্ম্মঘটের পথে অগ্রসর হয়। গত ২০শে জানুয়ারী তাঁহারা ১৪ দিনের নোটীশ দেন এবং সেই অনুযায়ী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ধর্ম্মঘট শুরু করেন।

কর্ম্মচারীদের দাবী যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ইহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার অন্যান্য কলঙ্কের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহারা শিক্ষা ক্ষেত্রকে ব্যবসাক্ষেত্র হিসাবে পরিণত করিতে চান। ঠিক পুঁজপতিদের ন্যায় তাঁহারা শুধু অনমনীয় মনোভাবই প্রদর্শন করেন নাই উপরন্তু সিণ্ডিকেটের ৯ই ফেব্রুয়ারীর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ভিতর কর্ম্মচারীরা কাজে যোগদান না করলে নূতন লোক নিয়োগ করা হইবে এবং ইতিমধ্যে প্রেসও লক-আউট করা হইবে।

ধর্ম্মঘটী কর্ম্মচারীদের সমর্থনে এবং কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে সারা কলিকাতা তথা সারা বাংলার ছাত্র সমাজ ইতিমধ্যেই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মচারী সমিতি প্রতীক ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানান। ধর্ম্মঘটের আহ্বানে সেই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস বন্ধ ছিল। বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। সভায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর নেতা অনিল সেন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আচরনে তাহার শিক্ষা সঙ্কোচ নীতিও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি সমস্ত ছাত্রকে এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানান এবং কর্ম্মচারীদের এই আন্দোলনকে দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করিবার নির্দ্দেশ দেন। সভায় নির্ম্মল বসু (নিঃ বঃ ছাত্র কংগ্রেস, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) সতোন সাহা (নিঃ বঃ ছাত্র কংগ্রেস, মির্জাপুর ষ্ট্রীট) বিষ্ণু মজুমদার (ছাত্র ফেডারেশন) যোগেশ মুখার্জি (ছাত্র এসোসিয়েসন) ও কল্যাণ দাসগুপ্ত (সংস্কৃত পরিষদ) প্রভৃতি নেতারা বক্তৃতা দেন।

উক্ত সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্টারের সাহত সাক্ষাৎ করেন এবং এই অচলাবস্থার সুরাহার জন্য আবেদন পেশ করেন। সেখানে মোটামুটিভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পরে সিণ্ডিকেটের সভায় বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইহার বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্র সমাজ আন্দোলনের সাথে আগাইয়া আসিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আসর

বিশ্ববিজয়ের নেশায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

নানা অজুহাতে পুঁজিবাদী দেশগুলির বিশ্বাসঘাতক সরকারগুলির সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত দেশের মূল ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য লাভ করিতেছে। যাহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা হয় এবং প্রত্যেকটি দেশে প্রগতিবাদী যুদ্ধ বিরোধীদের শায়েস্তা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বত্র সামরিক ঘাঁটী গড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট এক বেতার বক্তৃতায় দাবী করেন যে, ফরমোজা, ফিলিপাইন ও জাপানকে রক্ষা করিতে হইবে। রক্ষা বলিতে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল কি বোঝে তাহা তাঁহার বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের অভিধানে রক্ষার অর্থ গ্রাস—যুদ্ধের ঘাঁটী সৃষ্টি। তাই ফরমোজা, জাপান ও ফিলিপাইনকে রক্ষার নামে সেখানে যুদ্ধঘাঁটী গাড়া হইতেছে। হুভারের মতে অতলান্তিক চুক্তির মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্লক গঠন করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই জাপানে হাজার হাজার সৈন্য আক্রমণের আদেশের অপেক্ষায় তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে। জাপানের মাটী হইতেই বিমান বহর পাঠাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়াচীন ও সোভিয়েট ভূখণ্ডের উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে। কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাইতেছে ও বোমা বর্ষণ করিতেছে। ফিলিপাইনে নৌ ও বিমান ঘাঁটী তৈয়ারী করিয়া তাহা দখল করিয়াছে এবং সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মার্কিনী সৈন্য রক্ষা করিতেছে। ফরমোজা চীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ জোর করিয়া তাহা মার্কিন দখল করিয়াছে এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়াছে। দূর প্রাচ্যে এই আক্রমণাত্মক নীতির সমান তালে মধ্য প্রাচ্যের মাটিতেও সামরিক শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কার্যতঃ মধ্য প্রাচ্য হইতেছে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র। এই সব স্থানের তৈলখনি অধিকৃত রাখতে আজিও ইঙ্গ মার্কিন পুঁজিপতির দল দাস ব্যবসা চালায়। ফরাসী মরক্কোর নৌবন্দর লিয়াউতে, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্ত্তী আরবে, কাসাব্লাঙ্কায় নূতন নূতন নৌ ও বিমান ঘাঁটী তৈয়ারী করা হইতেছে এবং পুরাতন ঘাঁটীগুলিকে সম্প্রসারিত করা হইতেছে। ইহার পর ও কি শান্তির কথা শোভা পায়? আমেরিকা যে বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর এবং তাহারই প্রস্তুতি হিসাবে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে দেশদ্রোহীদের সহযোগিতায় যুদ্ধঘাঁটি প্রস্তুত করিতেছে তাহা চাপিয়া রাখিবার আর উপায় নাই। যাহারা শান্তিবাদী বলিয়া নিজেদের দাবী করে তাহারা অবশ্যই ইহাকে প্রতিরোধ করিবে। মার্কিনী নীতির আক্রমণাত্মক নীতির সক্রিয় প্রতিরোধ হইতেছে শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ।

হাঙ্গেরীতে শ্রমিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা

★

সমাজতন্ত্র ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বাড়াইবার চেষ্টায় রত তাহার অজস্র প্রমাণের মধ্যে শ্রমজীবি মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যাবাসে পাঠান, হইতেছে একটি। পুঁজিবাদী যুদ্ধবাদী দেশগুলি যখন আর একটি যুদ্ধ বাধাইবার ফিকিরে ব্যস্ত, সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মান যখন এই সমস্ত দেশে উত্তরোত্তর কমিতেছে এবং কামানের খোরাক পাইবার জন্য অধিকতর সংখ্যায় বেকার সৃষ্টি করা হইতেছে তখন জনরাষ্ট্রগুলিতে সুখ সমৃদ্ধি বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বছর হাঙ্গেরীতে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার শ্রমজীবি লোককে আগামী ছুটীতে স্বাস্থ্য নিবাসে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহারা সরকারী খরচে দুই হইতে চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যাবাসগুলিতে বিশ্রাম করিবে। ইহাদের মধ্যে ৪৫ হাজার খনিমজুর, ৩৯ হাজার বয়ন এবং ৩৮ হাজার ধাতব শিল্পের মজুর আছে। শ্রমিকদের সন্তান সন্ততিদেরও এই সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ইহার পরও যদি বলা হয় এই সমস্ত দেশগুলি যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব তাহা হইলে তাহা অপপ্রচার ভিন্ন কিছু নয়—এ সত্য যে কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেই বিশ্বাস করিবে।

লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্বেচ্ছায় আমেরিকার উকিল সেজে 'টাইমস' পত্রিকা লিখল যে নতুন প্রস্তাব তোলবার ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের এবং আমেরিকাকে সমান ভাবে দেওয়া উচিত। পত্রিকায় আরো বলা হয় যে চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করার প্রস্তাব আমেরিকা ইচ্ছা করেই মুলতুবী রাখে যাতে নতুন অস্ত্রসজ্জার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়।

আমেরিকার পন্থা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে তার তাঁবেদারদের ভেবে দেখবার সুযোগ দিলেও চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণের আত্মসন্ধি বদলায়নি। বিনা কেলেংকারীতে সম্মেলন সমাপ্ত করার সুযোগ প্রধান মন্ত্রীদের দেওয়া হয় কিন্তু কোরিয়াকে নিয়ে কি করা যায় এবং চীনের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা হবে, এই দুটি প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের "শান্তির নামে ছলচাতুরীর।"

উদ্দেশ্য হোল রাজনৈতিক মূলধন সংগ্রহ করা; তাদের শান্তি প্রচেষ্টা থেকে আরো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেন দূর প্রাচ্যে নতুন কোন অভিযানে নামতে ভয় পায়। ব্রিটেনের "শান্তি প্রচেষ্টার" মূলে আর যাই থাক শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা যে নেই, ঘটনাবলীই তার সাক্ষ্য।

ব্রিটেন পশ্চিম জার্মানীকে নতুন করে অস্ত্র সজ্জিত করায় সমর্থন করেছে, তার পদাতিক বাহিনী, ও নৌবাহিনী আইসেন হাওয়ারের হাতে তুলে দিয়েছে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে মরীয়া হয়ে যুদ্ধের জন্য ঢেলে সাজাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকার তাতেও তৃপ্তি নেই। জাপানকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারেও ব্রিটেনের সম্মতি চায়।

সংবাদ পত্র পড়ে মনে হয় যে লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মার্কিন সর্তে জাপানের সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার। প্রতীচ্যের তথা কথিত রক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রাচ্যে যদি হয় তাতে ব্রিটেনের আপত্তি নেই; ইউরোপে পশ্চিম জার্মানীকে যে ভূমিকা দেওয়া হবে, এশিয়ায় জাপানকে তাই দেওয়া হইবে। জাপ বাহিনীকে সোভিয়েৎ চীন ও কোরিয়ার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এই ভরসায় ব্রিটেন অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতেও গররাজী নয়। "নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন" পত্রিকা মানতে বাধ্য হয়েছে যে জাপানের পুনরায় অস্ত্রসজ্জা চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজ, ঠিক যেমনি জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা ইউরোপের বিরুদ্ধে আক্রমণের সামিল।

কাঁচামালের উৎসের হিসাব নিকাশের মূলও রয়েছে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রস্তুতি। আমেরিকার মত ব্রিটেন ও গাদা গাদা কাঁচামাল জমা করছে; ডোমিনিয়ন আর উপনিবেশগুলিই তার উৎস। কাঁচামালের হিসাব নিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ, সম্মেলনের কর্ত্তব্য ছিল। ডলার আয় করার জন্য এ পর্যন্ত ব্রিটেন সানন্দে আমেরিকাকে নানা রকম কাঁচামাল যুগিয়েছে। কিন্তু পরে দেখা গেল ব্রিটেনের নিজের ভাগেই কাঁচামাল গেল বছরের চেয়ে কম পড়ে গিয়েছে। ব্রিটেন প্রমাদ গণল। সে দেখল সমূহ বিপদ। শেষে হয়তো এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে আসলে যে কাঁচামাল প্রথম তার নিজের কাছে ছিল, তাই আমেরিকার কাছে তাকে কিনতে হবে।

ব্রিটিশ পত্রিকা মহল যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন যে সম্মেলনের যোগদাতাদের মধ্যে মতৈক্য বজায় ছিল, এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কমনওয়েলথ অব নেশন্স এর মধ্যে সংঘাত আগের চেয়ে বেড়েছে বই কমে নি। বরং জটিলতা আরো বেড়ে যেতে পারে, এই রকম আশংকা বিভিন্ন কাগজ প্রকাশ করেছে। "ডেলি টেলিগ্রাফ" লিখেছে যে, সম্মেলনে যোগদাতারা মৌলিক উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হবেন এমন আশংকা করার কারণ ছিল এবং তাঁরা যদি সে বিপদ উপলব্ধি করেও থাকেন, তবুও সবাই সে বিপদের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন না।

লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলনের অবশ্যম্ভাবী ফল একতাবৃদ্ধি নয়, তীব্রতর বিরোধই তার পরিণতি।

—টাস

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

কালনা মহকুমায় তেভাগা আন্দোলন

মহকুমা হাকিমের জমিদারের পক্ষে ওকালতি

(সংবাদদাতা)

কালনা, বর্দ্ধমান—

স্থানীয় মহকুমার অন্তর্গত বাদলা ও কল্যাণপুর ইউনিয়নের ভাগচাষীরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ও যুক্ত কিষাণ সভার মিলিত উদ্যোগে আহূত এক সভায় জমায়েত হইয়া স্থির করেন যে তাঁহারা উৎপন্ন ফসলের তেভাগা লইবেন। কংগ্রেসী সরকার তেভাগা আইনের কথা বলে, চাষীদের দাবী মিটাইবার জন্য তাহারা নাকি যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছে—এইরূপ কথা প্রায়ই প্রচার করা হইয়া থাকে। অথচ সিমলা গ্রামের চাষীরা তাঁহাদের ন্যায় সঙ্গত তিনভাগ ধান লইতে গেলে জমিদার গোষ্ঠি তাহা দিতে অস্বীকার করে; ইহাতে চাষীরা মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করেন এবং তেভাগা আইনের জোরে তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু হাকিম সাহেব চাষীদের কোন রকম সাহায্য করিতেই অস্বীকার করেন। কংগ্রেসী তেভাগা আইন যে ছলে বলে কৌশলে চাষীর রক্তে বোনা ধানকে জমিদার জোতদারের গোলায় তুলিয়া দিতে চায় এবং সেই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করিবার জন্যই যে মন্ত্রী হইতে হাকিম হইয়া পুলিশ বাহিনী পর্য্যন্ত সকলে কাজ করিতেছে—এ বিষয়ে চাষীদের আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা পরিষ্কার বুঝিয়াছেন—শক্ত সংগঠন তৈয়ারী ও তাহার নেতৃত্বে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিলেই তবে জমিদার জোতদার ও তাহাদের রক্ষক সরকারের অত্যাচার রোধ করা যাইবে। কালনা মহকুমার চাষীরা নিজেদের মজবুত সংগঠন গড়িবার কাজে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছেন।

মালদহে খাদ্যের দাবীতে গণসমাবেশ

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে কংগ্রেসী সরকারের নতি স্বীকার

(সংবাদদাতা)

মালদহ—

এখানে কংগ্রেসী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে এবং উপযুক্ত খাদ্যের দাবীতে গণ আন্দোলন ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। ১২ই জানুয়ারী হইতে মালদহে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালিত হইতেছে। হরতাল, জনসভা প্রভৃতি মারফৎ জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিতেছে। পরিচালনা কমিটির মধ্যে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, আর, এস, পি, গণতান্ত্রিক নারী সংঘ, কমুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্যামাপদ বর্ম্মন জনতাকে ঠাণ্ডা করিতে আসিলে জনতা হরতাল করিয়া কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদ জানায়। প্রদেশ পাল কার্টজুর মালদহ পরিদর্শনের কথা ছিল; কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি তাঁহার সফর বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

মালদহ খাদ্য আন্দোলনের মূল দাবী হইল :—

১। থানার ইঙ্গিতে বর্ত্তমানে যে কর্ডন প্রথা আছে তাহা তুলিয়া দিয়া জেলার ভিত্তিতে কর্ডন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

২। পূর্ণ রেশানিং চালু করিতে হইবে এবং মাথাপিছু সপ্তাহে সাড়ে তিন সের চাল দিতে হইবে।

৩। যে অঞ্চলে ২৫৲ টাকার অধিক প্রতিমণ চালের দাম হইবে তাহাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

৪। গরীব চাষীদের ধান আটক করা চলিবে না।

আবেদন

নিউজ প্রিণ্ট কাগজের দাম সম্প্রতি যেভাবে বেড়ে গিয়েছে তাতে করে প্রতি সংখ্যা গণদাবীর দাম ৵০ রাখা আর সম্ভব নয়। অথচ আমরা দাম বাড়িয়ে সর্ব্বসাধারণের ওপর চাপ বাড়াতে প্রস্তুত নই। এই অবস্থায় গণদাবীর পাঠকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁরা যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য গণদাবী কার্য্যালয়ে কিংবা স্থানীয় পার্টি অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে গণদাবীকে নিয়মিতভাবে পূর্ব্বের দামে প্রকাশ করিতে সাহায্য করুন।

ম্যানেজার—গণদাবী
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়লা খনি শ্রমিকদের রেশন ছাঁটাই

২৫শে জানুয়ারী. ঝরিয়া,

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ভারতে শতকরা ২৫ ভাগ রেশন কমাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসান (I. M. A) কয়লা খনির শ্রমিকদের রেশন ছাটাই করিবার সার্কুলার জারী করিয়াছেন।

I M A সার্কুলার অনুসারে জানুয়ারী চতুর্থ সপ্তাহ হইতে রেশন কমাইয়া নূতন হারে দেওয়া হইবে—এই হার অনুসারে প্রতি শ্রমিকের চলতি বুনিয়াদী রেশন ৮৪ আউন্স হইতে ৬৪ আউন্স করা হইবে। অর্থাৎ শ্রমিকেরা বুনিয়াদী রেশন ২ সের ১০ ছটাক (চাউল কিংবা গম জাতীয় দ্রব্য) পরিবর্ত্তে এখন হইতে শুধু ২ সের পাইবে। অধিক কায়িক পরিশ্রমী শ্রমিকদের ফ্রি চাউল প্রতি হাজিরা পিছু ১ পোয়ার পরিবর্ত্তে সারা সপ্তাহ পুরা হাজিরাতে ১৪ ছটাক করা হইবে।

এই রেশন ছাটাইয়ের ফলে কয়লা খনির শ্রমিকেরা এক ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইবে। শ্রমিক অঞ্চলের বাজারে চড়া চোরাকারবারীদের কল্যাণে ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। এতদিন ধরিয়া যে রেশন শ্রমিকেরা পাইতেছিল তাহাই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম—কয়লা খনির মালিকেরা দফায় দফায় গত বৎসরে রেশন অনেক কমাইয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় এই নূতন রেশন ছাঁটাই সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে এর ফলে বিরাট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব আন্দোলনের পথ এড়াইতে সচেষ্ট। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কোল ফিল্ড কমিটি এক আবেদনে সমস্ত কয়লা শ্রমিকদের এই রেশন ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ আন্দোলন করিতে আহ্বান দিয়াছে। তাহারা সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং আই-এন-টি-ইউসি পরিচালিত ইউনিয়নগুলির কাছে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়িবার প্রস্তাব করিয়াছে।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্নকর্ত্তাদের পক্ষ হতে সভার সভাপতির কাছে একটা কাগজে প্রশ্নগুলি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে বক্তৃতায় সে বিষয় গুলি পরিষ্কার করতে অনুরোধ করা হয়। সে অনুরোধ রক্ষা করা দূর থাকুক, যিনি কাগজটি দিতে যান তাঁকে সভার সংগঠকরা ঘিরে রাখে এবং মারধোর করার চেষ্টা করে। স্থানীয় চাষীও ছাত্ররা এই ব্যাপারে অহিংসার পূজারী গান্ধী পন্থীদের ব্যবহারে অবাক হয়ে যায়।

এর পর তাঁরা জয়নগর থানার অধীনে জীবন মোড়লের হাটে সভা করতে যান। এবার তাঁদের সঙ্গে সর্ব-ঘটের বেলপাতা সুন্দর বন প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী মশাই যান। — সভায় যখন এই সব—"কৃষক প্রজা দরদী"রা বড় বড় কথা বলছিলেন তখন স্থানীয় চাষীদের মধ্যে হতে প্রশ্ন করেন—"আপনারা এখন এত সব কথা বলছেন অথচ আপনারাই যখন মন্ত্রী ছিলেন তখনই তো প্রথম ধান লুঠ সুরু হয়। তা কেন হয়েছিল?" প্রশ্নগুলোনেই বক্তাদের মুখ কালি হয়ে যায়। তারপর সে কথার জবাব না দিয়ে যখন ভোটের কথা বলতে আরম্ভ করা হয় তখন একজন যুবক চাষী বলেন—"ভোট পরে হবে; কাকে ভোট দেওয়া হবে তা আমাদের সমিতি ঠিক করবে, ধান লুঠ বন্ধ করতে হলে কি করতে হবে তাই বলুন এবং আপনারা আমাদের কি সাহায্য করবেন তা জানান।" কিন্তু কে জবাব দেয়। তারপর চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠতে থাকে। ব্যাপার বেগতিক দেখে সভা ভঙ্গ হল ঘোষণা করে তাঁরা পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এক ভদ্রলোক তাঁদের এত ব্যাস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান— না মশাই, আমরা প্রাণ খোয়াতে আসিনি।" সাধারণ চাষীদের শুধু প্রশ্ন করাকেই যাঁরা প্রাণ খোয়াতে আসা মনে করেন তাঁদের চাষী দরদ কি জাতের তা চাষীরা বুঝে নিয়েছে। চাষী মজদুরের এই সব প্রশ্নের ধাক্কায় যে তাঁদের প্রাণ না গেলেও রাজনৈতিক জীবন নসাৎ হবে তাও ঠিক।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।